বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়নমূলক ও সাফল্যের তথ্যাদি :

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০০১ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০নং আইন) এর আওতায় সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ২০২১ সাল পর্যন্ত ২৪ টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বিবিরবাজার, বাংলাবান্ধা, বিরল, বুড়িমারী, তামাবিল, আখাউড়া, ভোমরা, দর্শনা, বিলোনিয়া, নাকুগাঁও, রামগড়, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, সোনাহাট, তেগামুখ, চিলাহাটি, দৌলতগঞ্জ, শেওলা, ধানুয়া কামালপুর, বাল্লা ও ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ঘোষিত হয়েছে। এ বন্দরগুলো বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত রয়েছে। বর্তমানে ২৪টি স্থলবন্দরের মধ্যে বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, তামাবিল, নাকুগাঁও, এবং সোনাহাট এই ০৭টি স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। ০৬টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বিবিরবাজার এবং বিরল স্থলবন্দর চুক্তিভিত্তিতে পোর্ট অপারেটরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বিরল ব্যতিত অন্য ০৫টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া রামগড়, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী ও বিলোনিয়া স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে। অবশিষ্ট ০৯টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক) অর্জিত সাফল্য

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলমগীর মহোদয়ের তারিখে ২১ জুন ২০২২ তারিখে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি প্রাপ্তি।

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আলমগীর মহোদয়কে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান।
- ১৪ জুন, ২০০১ সালে (২০০১ সালের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ২৪টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়েছে।

- বেনাপোল স্থলবন্দরে যাত্রী চলাচলের সুবিধার্থে একটি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ও একটি আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। ০২-০৬-২০১৭ তারিখ মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্তৃক বেনাপোল স্থলবন্দরে নবনির্মিত প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল চালু করা হয়েছে। উক্ত টার্মিনালে ভারতে গমনকারী যাত্রীরা অবস্থান সুবিধা, নিরাপত্তা সুবিধা, মহিলা ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধাসহ অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে;

- ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৭৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন'২০২২ সালে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের অপেক্ষাধীন রয়েছে।

- 'ঢাকাস্থ শের-ই বাংলানগরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ' শীর্ষক ৩৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা রয়েছে। প্রকল্পটি জুন'২০২১ সালে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের অপেক্ষাধীন রয়েছে।

- বেনাপোল স্থলবন্দরে ৫১.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়্যারহাউজ, ইয়ার্ড, আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ভারতীয় আইসিপি'র সাথে

সংযোগের লক্ষ্যে চার লেনবিশিষ্ট রাস্তা, আধুনিক ওয়্যারহাউজ, অভ্যন্তরীণ প্রায় সকল পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত 'ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন করে মে, ২০১৩ সালে বন্দরটি চালু করা হয়েছে। বন্দরটি চালুর ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয় বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

- বুড়িমারী স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ১১.২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে বন্দরের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এবং ২০১০ সালে এ বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়। সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ১৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

- আখাউড়া স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ১৫.০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে ন্যূনতম অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০১০ সালে এ বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়।

- প্রায় ১৬.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'নাকুগাঁও স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নাকুগাঁও স্থলবন্দরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করে বন্দরটি চালু করা হয়েছে।

- প্রায় ৭২.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে বন্দরটি চালু করা হয়েছে।

- প্রায় ৩৯.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করে বন্দরটি ২০১৮ সালে চালু করা হয়েছে।

- অপারেশনাল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দরে অটোমেশন সিস্টেম এবং বুড়িমারী স্থলবন্দরে 'ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' বাস্তবায়নের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৪৯০। এছাড়া বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে ২০১০ সাল হতে অদ্যাবধি সর্বমোট ১২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

খ) উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় ভোমরা স্থলবন্দর, সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলায় শেওলা স্থলবন্দর, খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলায় রামগড় স্থলবন্দর এবং যশোর জেলাধীন শার্শা উপজেলার বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ মোট ৭৩১.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৪৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার বাস্তবায়নকাল জুলাই'২০১৭ থেকে জুন'২০২৩ পর্যন্ত।

- ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলায় বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৮.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের অপেক্ষাধীন রয়েছে।
- জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলায় ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৫৯.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- 'বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ' শীর্ষক ২৮৯.৬৮ কোট টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।